

ভুবনেশ্বর-উমরানদের দুরন্ত বোলিংয়ে

হায়দরাবাদের কাছে হার বিরাটদের

আবুধাবি, ৬ অক্টোবর।। একদিকে লিগ টেবিলে তিন নম্বরে থাকা দল, অন্যদিকে লিগ টেবিলের লাস্ট বয়। কিন্তু আইপিএলের যুদ্ধে তৃতীয় স্থানে থাকা আরসিবিকেই বুধবার হারিয়ে দিল সানরাইজার্স হায়দরাবাদ। ম্যাঙ্গওয়ালের দুরন্ত ইনিংস কিংবা শেষদিকে এবি ডি’ভিলিয়ার্সের দুরন্ত চেষ্টাও বিরাটদের জেতাতে পারল না। বলতে গেলে কেন উইলিয়ামসনের দুরন্ত থোয়ে ম্যাঙ্গওয়ালের আউটটাই ম্যাচের মোড় ঘুরিয়ে দিল। আর শেষপর্যন্ত হায়দরাবাদের দেওয়া ১৪২ রানের লক্ষ্যমাত্রা তাড়া করতে নেমে ১৩৭ রানে থামল ব্যাঙ্গালোরের ইনিংস। উইলিয়ামসনরা ম্যাচ জিতলেন চার রানে। ফলে আইপিএলে ১০০ তম জয় অধরাই রইল আরসিবি। এদিন টস জিতে প্রথমে ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্ত নেন রয়্যাল চ্যালেন্জার্স ব্যাঙ্গালোর অধিনায়ক বিরাট কোহলি। আর শুরুতেই অধিনায়কের সিদ্ধান্তকে সঠিক প্রমাণ করেন গার্টন। ১৩ করে ফেরেন হায়দরাবাদের ওপেনার অভিষেক শর্মা। এরপর অবশ্য দলের হাল ধরেন আরেক ওপেনার জেসন রয় এবং অধিনায়ক কেন উইলিয়ামসন। দুজনে মিলে ওই উইকেটে ৭০ রানও যোগ করে ফেলেন। শেষপর্যন্ত এই জুটি ভাঙেন হর্ষল প্যাটেল। ৩১ রানের মাথায় তাঁর বলে বোল্ড হন উলিয়ামসন। এরপরই ম্যাচে ফেরে আরসিবি।

শেষদিকে অবশ্য রান তোলার এই গতিও আর ধরে রাখতে পারেনি হায়দরাবাদ। উলটে বেশ কয়েকটি উইকেট হারায় তারা। এর ফলে নির্ধারিত ২০ ওভারে সাত উইকেটে ১৪১ রানই তোলেন উইলিয়ামসনরা। দলের হয়ে সর্বোচ্চ রান জেসন রয়ের (৪৪)।

অন্যদিকে, এদিনও নিজের চার ওভারে ৩৩ রান দিয়ে তিন উইকেট পান হর্ষল প্যাটেল। এছাড়া ড্যান ক্রিশচিয়ান দুটি উইকেট পান। জবাবে ব্যাট করতে নেমে প্রথম ওভারেই অধিনায়ক বিরাট কোহলির (৫) উইকেট হারায় আরসিবি। দ্রুত ফেরেন ক্রিশচিয়ানও (১)। এরপর

●এরপর দুইয়ের পাতায়

টি-২০ তে ৪০০ ছক্কার রেকর্ড হাঁকালেন রোহিত

নয়াদিল্লি, ৬ অক্টোবর।। আইপিএলেও অন্যা ছন্দে রোহিত ‘হিটম্যান’ শর্মা। আমিরশাহীতে ব্যাট হাতে পরিচিত বিস্ফোরক মেজাজে দেখা না গেলেও, ওপেনিংয়ে নেমে বরাবর দলকে ভরসা যোগাচ্ছেন তিনি। শুধু তাই নয়, গড়ছেন একাধিক চমকে দেওয়ার মতো রেকর্ডও। মঙ্গলবারও, আইপিএলে রাজস্থান রয়্যালসের বিরুদ্ধে ম্যাচ খেলে এমনই আরেক অভাবনীয় রেকর্ডে নাম তুলে ফেললেন হিটম্যান। মঙ্গলবার রাজস্থান রয়্যালসকে ৮ উইকেটে হারিয়ে দের প্লে-অফের দৌড়ে নিজেদের জয়গা মজবুত করে রোহিতের মুখাই ইন্ডিয়ান্স। আর এই ম্যাচেই নিজের টি-২০ ক্যারিয়ারের এক দুর্দান্ত কৃতিত্বের অধিকারী হলেন হিটম্যান। প্রথম ভারতীয় ব্যাটার হিসাবে টি-২০

ক্রিকেটে ৪০০টি ছয় মারার নজির গড়লেন তিনি। রাজস্থানের বিরুদ্ধে শ্রেয়স গোপালের প্রথম ওভারেই ছয় মেরে রোহিত কুড়ি ওভারের ক্রিকেটে ৪০০ ছক্কার মাইলস্টোন স্পর্শ করেন। ভারতের হয়ে ইতিমধ্যেই ১৩৩টি ছয় মেরেছেন রোহিত। আইপিএলে তাঁর নামের পাশে রয়েছে ২২৭টি ছক্কা।

এছাড়াও চ্যাম্পিয়ন্স লিগ টি-২০ টুর্নামেন্টে ১৬টি ও বাকি ২৪টি ছয় ১৪ বছরের টি-২০ ক্যারিয়ারে

প্রতিযোগিতা থেকে দলকে কিছুটা সাফল্য এনে দিতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। সৈয়দ মুস্তাক আলি টুয়েন্টি-২০ ক্রিকেট দিয়ে মরশুম শুরু হবে। রাজ্য দল কখনই এই প্রতিযোগিতার

নতুন কমিটি গড়ার তোড়জোড়

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ অক্টোবরঃ টিসিএ-র বর্তমান কমিটির মেয়াদ আর কত দিন? রাজ্যের ক্রিকেট মহলে এনিয়ে জল্পনা বেড়ে চলছে। একটা বিষয়ে সবাই এক মত যে, পরিপূর্ণভাবে বার্থ এই কমিটি পুরো মেয়াদ থাকবে না। মূলতঃ রাজ্যের চরম বাধ্যবাধকতাকে সামনে রেখে ২০১৯-র সেপ্টেম্বরে টিসিএ-র যে কমিটি গঠিত হয়েছিল সময়ের আবর্তে বোঝা গেলা যে, সেই কমিটি আদৌ ফল্য ছিল না। জানা গেছে, শাসক দলের এক প্রভাবশালী মহলও বর্তমান কমিটির কাজকর্মে বাঁতপ্রহ্ন। গত ছয় মাস ধরে সভাপতি এবং যুগ্মসচিব যেভাবে টিসিএ-তে নিজেদের সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছেন সেটা মানতে পারছেন না কেউ পাশাপাশি যে কোন সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে আপেক্ষ কাউন্সিলের কথা বলা হলেও বাস্তবে আ্যাপেক্ষ কাউন্সিলের হাতে-গোনা কয়েকজন সদস্যই গুরুত্ব পায়। সিংহভাগ সদস্যকেই গুরুত্বহীন করে রাখা

হয়েছে। বর্তমানে যারা টিসিএ-র নিয়ন্ত্রক রাজ্যের ক্রিকেটের উন্নতিতে এখনও তাদের কোন অবদান নেই। প্রাক্তন ক্রিকেটারদের অভিযোগ, রাজ্যের ক্রিকেট রীতিমত বিপর্যস্ত অবস্থায় রয়েছে। এর দায় কোনভাবেই এড়াতে পারেন না সভাপতি বা যুগ্মসচিব। শাসক দলের এক প্রভাবশালী নেতা তথা এক ক্লাবের গুরুত্বপূর্ণ কর্মকর্তা নতুন কমিটি গড়ার ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছেন বলে খবর। শাসক দলের শীর্ষ মহলের সাথেও তার কথা হয়েছে। বিস্তারিতভাবে বর্তমান কমিটির কাজকর্ম সম্পর্কে জানিয়েছেন তিনি। এমন আশঙ্কাও তিনি করেছেন যে, এভাবে চললে নাকি বিসিসিআই-র শাস্তির মুখে পড়তে টিসিএ রাজ্যের ক্রিকেটকে তিল তিল করে ধ্বংসের পথে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। এই অবস্থার পরিবর্তনের জন্য নতুন কমিটি গঠন ব্যাপার নিয়ে পড়েছে বলে তিনি জানিয়েছেন। শুধু তাই নয়, শাসক দলীয় অনুগত অনেক আজীবন

সদস্যও বর্তমান কমিটির কাজকর্মে এতটাই বিরক্ত যে ক্রিকেট নিয়ে তারা কোন কথাই বলতে চান না। ঘরোয়া ক্রিকেট সংগঠনের ব্যাপারে তাদের বিপুল পরিমাণ প্রতিভা রাজ্য ক্রিকেটের সংকটকে আরও বাড়িয়ে তুলেছে। সদস্যের ক্লাবগুলি দুই বছর ধরে মাঠে নামার সুযোগ পাচ্ছে না। আর্থিকভাবে তারা ক্ষতিগ্রস্তও হচ্ছে। অথচ ঘরোয়া ক্রিকেট শুরুর ব্যাপারে তাদের কোন উদ্যোগই নেই। সচিব ছাড়া বেআইনিভাবে প্রায় সাত মাস কাজ চালিয়ে গেছে টিসিএ। নিয়োগ করতে পারেনি এক জন ন্যায্য পাল। অ্যাপেক্ষ কাউন্সিলের একাধিক সদস্য দুই বা তিনটি পদ আদায় করে বসে আছেন। এসব লোভা কমিটির সুপারিশকে মোটেই মান্যতা দেয় না। অচ্য সভাপতি বা যুগ্মসচিবের এসবের কোন জ্ঞেক্ষপ নেই। সভাপতি ৮০ শতাংশ সময় ব্যয় করছেন রাজনৈতিক কারণে। আর মজির ব্যাপার হলো, তাকে না জানিয়ে নাকি কোন সিদ্ধান্তও নেওয়া যায় না। কোষাধ্যক্ষ হিসাবে যিনি

আছেন তিনি মূলতঃ ব্যক্তিগত কাজকর্ম নিয়েই ব্যস্ত। তাকে নিয়ে ক্রিকেট মহলে বেশি অভিযোগ নেই। চেক-এসই করা ছাড়া তার নাকি আর কোন গুরুত্ব নেই। আর এক জন আছেন সহ-সভাপতি। তিনি আবার রাজনীতির মাঠে-ময়দান গরম করে চলেছেন উভক্ত ভাষে। রাজ্যের প্রাক্তন ক্রিকেটার থেকে শুরু করে ক্লাব কর্মকর্তা, আজীবন সদস্য প্রত্যেকের বক্তব্য, এদের দিয়ে রাজ্য ক্রিকেটকে কোন উন্নতি হবে? গত দুই বছরে উন্নতি দূরে থাক রাজ্য ক্রিকেটের অস্তিত্ব বিপন্ন হয়েছে। এই অবস্থায় রাজ্য ক্রিকেটের সাথেই নতুন কমিটি গঠনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। ক্রিক্‌টের সাথে যুক্ত সিংহভাগ মানুষ চাইছে, একটি নতুন কমিটি আসুক যারা অতৃত ক্রিকেট এবং ক্রিকেটারদের স্বার্থরক্ষা করবে। বিশৃঙ্খ সূত্রে জানা গেছে, ইতিমধ্যেই নতুন কমিটি গঠনের তেড়াজোড় শুরু হয়েছে। শাসক দলের শীর্ষ মহলের সবুজ সংকেত পাওয়ার অপেক্ষা মাত্র। পরিবর্তনকামীরা দেরি করতে চাইছে না। কারণ অপসারিত সচিব তিমির চন্দ আদালতের রায়ে ফের সচিব পদে বহাল হয়েছেন। ক্রিকেট মহলের আশঙ্কা, এবার সচিব হিসাবে কাজ করতে তাকে বিশেষ অসুবিধায় পড়তে হবে। কারণ তাকে সরিয়েছিলেন তারা। আদালতের রায় মানলেও সচিবের কাজের ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করতে পারেনি। এমন আশঙ্কা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। এমনটা যদি হয় তবে ফের আরও বড় ধরনের অস্থিরতা গ্রাস করবে রাজ্যের ক্রিকেটকে। তাই খুব দ্রুত যাতে টিসিএ-র একটি নতুন কমিটি গঠন করা যায় তার জন্য দ্রুতী চালিয়ে যাচ্ছেন ওই প্রভাবশালী নেতা তথা ক্লাব কর্তা। সবাইকে তিনি সাথে নিয়ে টিসিএ-র ভরফে রাশাফেরা করেছেন বলে জানা গেছে। কিছু দিনের মধ্যে মুখ্যমন্ত্রীর সাথেও আরও একবার দেখা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে তারা। রাজ্যের ক্রিকেটকে জীব্তাবস্থায় আনাই তাদের লক্ষ্য। শুধুমাত্র রাজনৈতিক কারণে রাজ্য ক্রিকেটের এমন টালমটাল অবস্থা তারা দেখতে চান না। জানা গেছে, অধিকাংশ মহকুমা সংস্থাও নাকি টিসিএ-র কাজকর্মে ক্ষোভ প্রকাশ করেছে। অ্যাপেক্ষ কাউন্সিলের অধিকাংশ সদস্যই গুরুত্বহীন। টিসিএ-র ভরফে রাজ্যের কোচদের জন্য ২-৩ লক্ষ টাকা খরচ আনছে। এখান থেকে রাজ্যের কোচদের জন্য ২-৩ লক্ষ টাকা খরচ হতো। ভিএ বাবদ হয়তো আরও ৫-৬ লক্ষ টাকা। অর্থাৎ প্রায় ৩০ লক্ষ টাকা খরচে আনছে হতে গৌতম সোম-কে (জুনিয়র)। জানা

বিশ্ব কুস্তির শেষ চারে ভারতের সরিতা,অনশু

নয়াদিল্লি, ৬ অক্টোবর।। প্রাক্তন চ্যাম্পিয়নকে হারিয়ে রীতিমতো চমকে দিয়ে বিশ্ব রেসলিং চ্যাম্পিয়নশিপের শেষ চারে পৌঁছে গেলেন ভারতের সরিতা মোর। পদকের স্বপ্ন দেখাচ্ছেন অনশু মালিকও। ২০১৯ সালের বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে সোনাছরী কুস্তিগির কানাডার লিভা মোরেইসের বিরুদ্ধে বাউটটা সহজ ছিল না সরিতার। কিন্তু ম্যাটে অন্য ছবি দেখা যায়। লিভাকে তাঁর স্বাভাবিক খেলটাই খেলতে দেননি সরিতা। নিজের ডিফেন্স চমতার সামলেছিলেন শুরুর থেকে। যে কারণে ৫৯ কেজিতে অবশ্য শেষ পর্যন্ত ৮-২ ট্যাকটিকাল জয় পান ভারতের মেয়ে।

সঠিক গেম প্ল্যানিং-এ সাফল্য আসতে পারে

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ অক্টোবরঃ দল গঠন নিয়ে কিছু বিতর্ক হলও সিনিয়র দলের সাফল্যের সম্ভাবনা উড়িয়ে দিচ্ছে না ক্রিকেট মহল। দল গঠন থেকে শুরু করে সঠিক গেম প্ল্যানিং দলকে কিছুটা সাফল্য এনে দিতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। সৈয়দ মুস্তাক আলি টুয়েন্টি-২০ ক্রিকেট দিয়ে মরশুম শুরু হবে। রাজ্য দল কখনই এই প্রতিযোগিতার

নক্‌আউট ফুটবলের সেমি-তে তুফান একাদশ

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, চুরাইবাড়ি, ৬ অক্টোবরঃ আন্দুল মালিক নক্‌আউট ফুটবলের সেমিফাইনালে উঠলো অসমের তুফান একাদশ। বুধবার দক্ষিণ ফুলবাড়ি স্কুল মাঠে অনুষ্ঠিত আসরের চতুর্থ কোয়ার্টার ফাইনালে তারা টাইব্রেকারে হারিয়ে দিলো ধর্মনগরের সোনালী শিবিরকে। শুরু থেকেই টান টান উত্তেজনায় ভরপুর ছিল ম্যাচ। প্রথমেই গোল তুলে নেওয়ার জন্য করিয়া হয়ে কাঁয়ার দুইটি দল। বেশ কিছু সুযোগও তৈরি হয়। তবে দুই দলের স্ট্রাইকারদের ব্যর্থতায় কোন গোল হয়নি। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেও আক্রমণাত্মক ফুটবল খেলতে শুরু করে দুইটি দল। এই অর্ধে সোনালী শিবির ১-০ গোলে এগিয়ে যায়।

গোল হজম করার পর অসমের দলটি আরও আক্রমণাত্মক হয়ে উঠে। একের পর এক আক্রমণ তুলে আনে প্রতিপক্ষের বক্সে। শেষ পর্যন্ত ম্যাচের অত্মিলয়ে সমতা ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হয় অসমের দলটি। নির্ধারিত সময় ম্যাচের ফয়সালা হয়নি। ফলে টাইব্রেকারে ম্যাচের নিষ্পত্তি হয়। অসমের তুফান একাদশ টাইব্রেকারে বাজমাত করে সেমিফাইনালে উঠলো। আগামীকাল প্রথম সেমিফাইনালে মুখোমুখি হবে দক্ষিণ ফুলছড়ি একাদশ বনাম অসমের চাঁনমারি আনিপুর।

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি,

আগরতলা, ৬ অক্টোবরঃ রাজ্যের জাতীয় যোগাসন স্পোর্টস স ফেডারেশন স্বীকৃত। এই ফেডারেশন হলো কেন্দ্রীয় ক্রীড়া ও যুব মন্ত্রকের অধীন। অর্থাৎ পুরোপুরিভাবে কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন এই ত্রিপুরা যোগাসন স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশন। স্পন্সিতই রাজ্যের যোগা শিবির এখন বিভক্ত হয়ে পড়েছে। আপাতত করোনা এবং স্পোর্টস অ্যাক্টর জাঁতাকলে পড়ে রাজ্যের খেলাধুলা বন্ধ। সমস্যা রয়েছে এখন পরিছিত স্বাভাবিক যোগা। তেওঁদিনি ক্রীড়া সর্ষদের আর্থিক সহযোগিতায় ত্রিপুরা যোগা অ্যাসোসিয়েশন রাজ্যভিত্তিক আসর

বিস্ত্রান্ত হয়ে পড়েছেন। বলা হয়েছে যে, এই অ্যাসোসিয়েশন নাকি জাতীয় যোগাসন স্পোর্টস স ফেডারেশন স্বীকৃত। এই ফেডারেশন হলো কেন্দ্রীয় ক্রীড়া ও যুব মন্ত্রকের অধীন। অর্থাৎ পুরোপুরিভাবে কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন এই ত্রিপুরা যোগাসন স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশন। স্পন্সিতই রাজ্যের যোগা শিবির এখন বিভক্ত হয়ে পড়েছে। আপাতত করোনা এবং স্পোর্টস অ্যাক্টর জাঁতাকলে পড়ে রাজ্যের খেলাধুলা বন্ধ। সমস্যা রয়েছে এখন পরিছিত স্বাভাবিক যোগা। তেওঁদিনি ক্রীড়া সর্ষদের আর্থিক সহযোগিতায় ত্রিপুরা যোগা অ্যাসোসিয়েশন রাজ্যভিত্তিক আসর

পরিচালনা করছে। এখন এই দায়িত্ব কাদের দেওয়া হবে? সর্ষদের স্বীকৃত সংস্থা কিন্তু ত্রিপুরা যোগা অ্যাসোসিয়েশনই। জাতীয় আসরে দল পাঠানোর ব্যাপারেও সমস্যা দেখা দেবে। বস্তুতঃ এই সমস্যা শুধু ত্রিপুরায় নয়, কেন্দ্রীয় স্তরেই বড় আকার ধারণ করতে চলেছে বলে খবর। একদিকে যোগা ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়া অন্যদিকে জাতীয় যোগাসন স্পোর্টস ফেডারেশন। শুধুমাত্র কিছু সংখ্যক লোক নিজেদের নেতা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করে তোলার জন্য এই ধরনের ক্রীড়া সংস্থার আশ্রয় নেয়। আর বিস্রান্তিতে পড়ে খেলার সাথে যুক্ত লোকজন।

৪টি ম্যাচেই ৫০ ওভার খেলতে পারেনি দল

অনূর্ধ্ব ১৯ মেয়েদের ব্যর্থতায় কিন্তু কোচদের দায় এড়ানো ঠিক হবে না

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ অক্টোবরঃ হারলে সেবিকা চানো হবে। ব্যর্থতা সঙ্গী হলে সাফল্য নিয়ে প্রশ্ন উঠবেই এবং এটাই প্রত্যাশিত। সদ্যসমাপ্ত অনূর্ধ্ব ১৯ জাতীয় জুনিয়র মহিলা ক্রিকেটে ত্রিপুরার চরম ব্যর্থতা নিয়ে তাই সমালোচনা প্রত্যাশিত। এখানে দায় এড়ানো কিছু ঠিক নয়। যা সত্য তা মেনে নিতেই হবে। কাজ পাঞ্জাব, ওড়িশা, হিমাচল বা কর্ণাটকের মেয়েরা যে ত্রিপুরার বিরুদ্ধে ভালো খেলেছে তার তো প্রশংসা করা প্রয়োজন। পাঞ্জাব, ওড়িশা, হিমাচল, কর্ণাটক নিশ্চয় বেশি বয়সের বা সিনিয়র মেয়েদের নিয়ে মাঠে নামেনি। তারাও নিশ্চয় অনূর্ধ্ব ১৯ মেয়েদের নিয়েই মাঠে নেমেছে। তারাও গত সিজনে জাতীয় ক্রিকেটে অংশ নেয়নি। সুতরাং শুধু ত্রিপুরাই নতুন মেয়েদের নিয়ে জাতীয় ক্রিকেট খেলতে গেছে তা কিন্তু সত্যি নয়। ত্রিপুরার মতো হয়তো তাদের দলেও ২০১৮ সালেই ত্রিপুরার সিনিয়র মহিলা দলের সদস্য হিসাবে

ব্যাঙ্গালুরু গিয়েছিল। অন্তরা দাসও পরবর্তী সময়ে সিনিয়র দলে ছিল। সেবিকা এবং অন্তরা কিন্তু ২০১৯ সালে জাতীয় জোনাল অনূর্ধ্ব ১৯ ক্রিকেট ক্যাম্পে ছিল। এছাড়া অনূর্ধ্ব ২৩ দলে সেবিকা, অন্তরা সহ কয়েক জন ছিল। সুতরাং ত্রিপুরার অনূর্ধ্ব ১৯ দলের কেউ এর আগে জাতীয় ক্রিকেটে খেলেনি এটি তথ্য কতটা সত্য? কেননা জাতীয় ক্রিকেটে না খেললে সেবিকা বা অন্তরা কি করে বোর্ডের জোনাল ক্যাম্পে গিয়ে এসেছে? কেউ যদি নিজেদের ব্যর্থতাকে আড়াল করার জন্য ভুল বা অসত্য তথ্য সামনে রাখতে চায় তাহলে সসম্মা তাদেরই। এখন যে প্রসঙ্গে সেবিকা আলোচনা প্রয়োজন। ক্রিকেটে হার-জিত থাকবেই। ত্রিপুরার অনূর্ধ্ব ১৯ মেয়েরা এবার ব্যর্থ হয়েছে কিন্তু আগামীবার যে সফল হবে না তা কে বলতে পারে। কিন্তু আসল যা তা হলো, টিসিএ-র চরম ব্যর্থতা। জাতীয় ক্রিকেটের বিসিসিআই। কিন্তু ত্রিপুরার প্রস্তুতি শুধু ২ জুলাই যোগাণ করে

সমস্যা তাদেরই। এখন যে প্রসঙ্গে সেবিকা আলোচনা প্রয়োজন। ক্রিকেটে হার-জিত থাকবেই। ত্রিপুরার অনূর্ধ্ব ১৯ মেয়েরা এবার ব্যর্থ হয়েছে কিন্তু আগামীবার যে সফল হবে না তা কে বলতে পারে। কিন্তু আসল যা তা হলো, টিসিএ-র চরম ব্যর্থতা। জাতীয় ক্রিকেটের বিসিসিআই। কিন্তু ত্রিপুরার প্রস্তুতি শুধু ২ জুলাই যোগাণ করে সমস্যা তাদেরই। এখন যে প্রসঙ্গে সেবিকা আলোচনা প্রয়োজন। ক্রিকেটে হার-জিত থাকবেই। ত্রিপুরার অনূর্ধ্ব ১৯ মেয়েরা এবার ব্যর্থ হয়েছে কিন্তু আগামীবার যে সফল হবে না তা কে বলতে পারে। কিন্তু আসল যা তা হলো, টিসিএ-র চরম ব্যর্থতা। জাতীয় ক্রিকেটের বিসিসিআই। কিন্তু ত্রিপুরার প্রস্তুতি শুধু ২ জুলাই যোগাণ করে সমস্যা তাদেরই। এখন যে প্রসঙ্গে সেবিকা আলোচনা প্রয়োজন। ক্রিকেটে হার-জিত থাকবেই। ত্রিপুরার অনূর্ধ্ব ১৯ মেয়েরা এবার ব্যর্থ হয়েছে কিন্তু আগামী দিলের জন্য তাদের নিয়েও তারা ক্ষুদ্র।

অনূর্ধ্ব ১৯ দলের (মেয়েদের) কোচদের প্রসঙ্গে। ত্রিপুরা একমাত্র মিজোরাম ম্যাচ ছাড়া কোন ম্যাচেই কিন্তু ৫০ ওভার ব্যাট করতে পারেনি। শেষ তিনটি ম্যাচে তো নিদারুণ ব্যর্থতা। পাঞ্জাব ম্যাচে ত্রিপুরার মেয়েরা ৫০ ওভারের ম্যাচে ব্যাট করলো ৩৩.২ ওভার। রান উঠলো ৬১। ওড়িশা ম্যাচে ২৯.২ ওভারে ৮ উইকেটে ৫৩ রানের সময় খেলা বন্ধ হয়। শেষ ম্যাচে কর্ণাটকের সামনে ২৫.২ ওভারে মাত্র ৩৯ রান। পাঞ্জাব ও কর্ণাটক ম্যাচে কোন দল এতটা কম ওভার খেললো? বৃষ্টি না হলে ওড়িশা ম্যাচেও একই অবস্থা হতো। তাহলে রাজ্য দল কি প্রস্তুতি নিয়ে খেলতে গিয়েছিল? একটা দল যদি ৫০ ওভারের ৫টি ম্যাচের মধ্যে ৪টি ম্যাচেই পুরো ওভার খেলতে না পারে তাহলে কোথায় ছিল রাজ্য দলের প্রস্তুতি? পাশাপাশি রাজ্য দলের ব্যাটিং গভীরতা নিয়ে প্রশ্ন। তানিশা এক ম্যাচে (প্রতি পক্ষ মিজোরাম) শতরান করার পর শেষ তিন ম্যাচে তো তাকে খুঁজিয়ে পাওয়া যায়নি। ব্যর্থতা আসতেই পারে। তবে ঘটনা হচ্ছে, ব্যর্থতা থেকে আসতেই পারে না। অথচ বেমানাম তাদের নাম বলে দেওয়া হচ্ছে। এসব নিয়েও তারা ক্ষুদ্র।

২৪ লাখি কোচের ব্যর্থতার দায়ভার কিন্তু নিতে হবে টিসিএ সভাপতি, যুগ্মসচিবকেই

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ অক্টোবরঃ মানিক সাহা, কিশোর কুমার দাস-দের ২৪ লাখি চিফ কোচ প্রথম জাতীয় ক্রিকেটেই ফ্লপ মারলেন। অনূর্ধ্ব ১৯ জাতীয় একদিনের ক্রিকেটে ত্রিপুরা তাদের ৫ ম্যাচে হারলো চার ম্যাচেই। বৃষ্টিতে একটি ম্যাচ পরিত্যক্ত। অর্থাৎ ৫ ম্যাচে হয় শূন্য। যদিও মানিক সাহা এবং কিশোর কুমার দাস-রা অসমের কোচদের জন্য ২-৩ লক্ষ টাকা খরচ হতো সেখানে গৌতম সোম-কে (জুনিয়র) নগদেই নাকি ২৪ লক্ষ টাকা। এছাড়া থাকা-খাওয়া, বিমান ভাড়া, ভিএ বাবদ হয়তো আরও ৫-৬ লক্ষ টাকা। অর্থাৎ প্রায় ৩০ লক্ষ টাকা খরচে আনছে হতে গৌতম সোম-কে (জুনিয়র)। জানা

গেছে, কাগজপত্রে গৌতম সোম-কে (জুনিয়র) ২৪ লক্ষ টাকা বেতন আনছে হতেও আদতে গৌতমবাবু হাতে কলপ আনেন তা নিয়ে নাকি প্রশ্ন উঠছে। তবে সে অন্য প্রসঙ্গ। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, গৌতম সোম-কে (জুনিয়র) টিসিএ যে ২৪ লক্ষ টাকায় চিফ কোচ করে আনলো তাতে ত্রিপুরা ক্রিকেটের প্রাপ্তি কি? জাতীয় আসরে তো আগের চেয়ে খারাপ ফলাফল। ২৪ লাখি চিফ কোচের ব্যর্থতা কি মানিক সাহা, কিশোর কুমার দাস-দের ব্যর্থতা নয়? প্রশ্ন, রজত কাশ্তি সেন, সুনীল দাস, অলক দেববরায় বা বিশজিৎ পাল-রা কি এর চেয়ে খারাপ কিছু করতেন? তাহলে ২৪ লাখে কেন ভিন্নরাজ্যের কোচ তাও জুনিয়র দলের জন্য? অবশ্য নিম্নদকেরা বলেন,রাজ্যের কোচ নিলে তো ২৪ লক্ষ টাকা বিল হতো না আর ২৪ লক্ষ টাকা হিসাবে অন্য কিছু হতো না। সুতরাং নিদিষ্ট

পরিকল্পনার মাধ্যমেই যিনি অবসর নেবেন তাকে ২৪ লাখে হয়তো এখানে আনা হয়েছে। জুনিয়র দলের কোচকে ২৪ লক্ষ টাকায় আনা হচ্ছে এই সংবাদেই কিন্তু প্রথম সন্দেহ হয়েছে ক্রিকেট মহলে। তবে ঘটনা হচ্ছে, গৌতম সোম-কে জুনিয়র দলের চিফ কোচ কে বা কারা যেছে নিয়েছিলেন? কে বা কারা জুনিয়র দলের কোচের জন্য ২৪ লক্ষ টাকা খরচে রাজি রয়েছেন? ২৪ লক্ষ টাকায় গৌতম সোম (জুনিয়র) বা ৪০ লক্ষ টাকায় সমীর দিবে-কে আনার সময় টিসিএ-তে সব সিদ্ধান্ত সভাপতি এবং যুগ্মসচিবের। এখন ক্রিকেট মহলের প্রশ্ন, ২৪ লক্ষ টাকায় কোচ এনেও যদি রাজ্য দলের জয় শূন্য হয় তাহলে টিসিএ-র সভাপতি এবং যুগ্মসচিবের কি উচিত নয় ব্যর্থতার দায়ভার মাথায় নিয়ে পদত্যাগ করা? যেখানে রাজ্যের কোচ হলে ২-৩ লক্ষ টাকা খরচ হতো সেখানে

২৪ লক্ষ টাকায় কোচ এনে তো সাফল্য শূন্য? জানা গেছে, ২৪ লক্ষ টাকায় কোচ আনেন সোম (জুনিয়র) বা ৪০ লক্ষ টাকায় সমীর দিবে-কে আনার ব্যাপারে নাকি টিসিএ-র অ্যাপেক্ষ কাউন্সিলের কোন বৈঠক হয়নি। সভাপতি এবং যুগ্মসচিব মিলেই নাকি কাকে কাকে আনা হবে, কাকে কত টাকা দিতে হবে বা দেওয়া হবে তা ঠিক করেছেন। যদিও নিম্নদকেরা বলেন, দুই কোচের পেছনে টিসিএ-র প্রায় ৭৫ লক্ষ টাকা খরচ হবে। আর এই ৭৫ লক্ষ টাকা খরচের পেছনে নাকি অন্য রকম আছে? টিসিএ-র ৫২ বছরের ইতিহাসে জুনিয়র দলের কোচ ২৪ লক্ষ টাকা বা সিনিয়র দলের কোচ ৪০ লক্ষ টাকা কোন দিন পায়নি। ২৪ লাখি কোচ ফ্লপ। আর তিনি ফ্লপ মানে টিসিএ-র সভাপতি, যুগ্মসচিব ফ্লপ। ক্রিকেট মহল করা? যেখানে রাজ্যের কোচ হলে ২-৩ লক্ষ টাকা খরচ হতো সেখানে